দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...25 AUG 1988 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...৩.....

৪

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি

মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন ও উপবৃত্তি চালু করার ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ছাত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের চাইতে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। নারী শিক্ষার এই জাগরণ প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিরাট প্রভাব ফেলিয়াছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধীদল উভয়েরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে এই বিষয়টি ছিল যে, ক্ষমতায় গেলে তাঁহারা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন ও উপবৃত্তি চালু করিবেন। বর্তমান সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে শিক্ষা ব্যয় স্বভাবতই বাড়িয়াছে। মাধ্যমিক স্তরের একজন ছাত্রীর চাইতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন ছাত্রীর শিক্ষা ব্যয় দ্বিগুণ। কারণ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাড়ীতে থাকিয়া পড়ালেখা করা সম্ভব হয়। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইহা অনেকের পক্ষেই আর সম্ভব হয় না। শহর অঞ্চলে গিয়া হোষ্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হয়। ফলে ব্যয় অনেক বেশী বাড়িয়া যায়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে উপবৃত্তির সাহায্যে মাধ্যমিক স্তর অতিক্রান্ত ছাত্রী অর্থাভাবে আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাহার পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিতেছে। বিষয়টি বিবেচনা করিয়া চলতি সেশন জুলাই ৯৮ হইতে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থাসহ উপবৃত্তি চালু করা প্রয়োজন। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আমিনুর রহমান,
থানা প্রকল্প কর্মকর্তা (এফ এস এসপি)
সুজানগর, পাবনা।